দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ...

কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছে মেধাবীরা

কর্মবাজারে চাহিদা কম

॥ নিজামুল হক ॥

উন্নত বিশ্বে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে এ হার ২ থেকে ৩ শতাংশে। কারিগরি শিক্ষায় সরকারের কর্মমুখী ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাস্তবভিত্তিক কোন সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তারা মনে করেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, প্রচার ও পাঠ্যক্রমে উন্নত বিশ্বের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ধারণা দেয়া নেই। রয়েছে মানসম্মত বইয়ের অভাব। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগই বেসরকারিভাবে পরিচালিত। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসকারিভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে ল্যাবরেটরি, শিক্ষক ও ক্যাম্পাস ছাড়াই। ফলে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট লাভ করে; কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক কিছু শিখতে পারে না। (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ

(১৬ পৃঃ পর)

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম না মেনে তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ৮ ধরনের ডিপ্লোমা শিক্ষা। এর মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন কৃষি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এনিম্যাল হেলথ এ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজী, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ও ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজী। দেশে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৪৮টি সরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৩ কৃষি প্রশিক্ষক ইনস্টিটিউট, ৬ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ১ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২ সার্ভে ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট রয়েছে। জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর অধীনে রয়েছে ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ রয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে দেশে বেসরকারিভাবে ৯৭টি কৃষি ডিপ্লোমা এবং ১২৮টি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩২, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে আড়াই, ডিপ্লোমা ইন কৃষিতে ১১, ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট্রিতে ১৫০, ডিপ্লোমা ইন এনিম্যাল হেলথ এ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজীতে ২০০ এবং ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজীতে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে আলাপকালে তারা জানান, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা উত্তীর্ণদের জন্য কোন আসন বরাদ্দ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে (ডুয়েট) সুযোগ রয়েছে। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর কয়েক হাজার কারিগরিতে বিএসসি ডিগ্রীধারী বের হচ্ছে। ফলে বাজার চাহিদায় ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার কমে যাচ্ছে। কারিগরি শিল্প কারখানায় বিএসসি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। ফলে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চার-পাঁচ বছর সময় লাগছে।

এর আগে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের জন্য তিনবছর সময় লাগত। কিন্তু শিক্ষার্থীরা ডিগ্রীর সমমান পেতে চার বছরের ডিগ্রীর দাবি জানায়; কিন্তু বর্তমানে তা ডিগ্রীর সমমান না হওয়ায় সময় বাড়ানোর কারণে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন জানায়, ডিপ্লোমা ডিগ্রীর জন্য সময় চার বছর করার কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে। সে আরো জানায়, বর্তমানে কারিগরি শিল্প কারখানায় বিভিন্ন পদে কারিগরিতে বিএসসি রয়েছে এমন প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ দিচ্ছে। ডিপ্লোমার কোন অবস্থান নেই। এসব কারণে এ শিক্ষায় মেধাবীরা আসছে না বলে সে জানায়।

কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা না আসায় ডিপ্লোমাতে অকৃতকার্যের হারও বেড়ে গেছে। পাসের বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নানা আশংকা রয়ে গেছে। একটি পরীক্ষায় তিনবার ফেল করলেও ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীরা নিয়মিত থেকে রেফার্ড পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ শিক্ষার্থীরা চায় আরো সুযোগ। কারিগরি শিক্ষাবোর্ড সূত্র জানায়, সরকারি-বেসরকারি দুই ধরনেরই ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই অকৃতকার্য হয়। পরীক্ষায় এক বিষয়ে তিনবার ফেল করলেও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকায় বিষয়টি সহজে বুঝতে পারা যায় না। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, এতবেশি ফেল করার মধ্য দিয়েই ধারণা নেয়া যায় কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা আসছে না।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, মেধাবীরা এ শিক্ষায় আগ্রহী নয়। ভাল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুযোগ না পেয়ে শিক্ষার্থীরা একরকম বাধ্য হয়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। বিশেষ করে এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা লাভের পর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে আগ্রহী হয় না। ভোকেশনাল শিক্ষা লাভের পর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা পুনরায় সাধারণ শিক্ষায় ফিরে আসে। ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী জানায়, কোথায় ভর্তির সুযোগ না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থী এ ধরনের শিক্ষায় বাধ্য হয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু ভর্তি হবার পর কারিগরি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা দেখে আরো হতাশ হয়।

কৃষিতে ডিপ্লোমাধারীদের বিএসসিতে (কৃষি) ভর্তি হতে হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। যা কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভর্তি হতে বড় বাধা। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, ব্যবহারিক ক্লাসের সুযোগের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, নিম্নমানের কারিগরি বই, জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়ার হার ৩০ শতাংশের বেশি।

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আন্নাত জানান, শিক্ষা বোর্ডের উদাসীনতার কারণে এ শিক্ষার প্রতি মেধাবীরা আগ্রহী হচ্ছে না।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা কম আসছে। এ কারণে এ কারিগরিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে নানা পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার বলে তিনি মনে করেন।